

প্রথম অধ্যায়

মানব ভূগোল



পরীক্ষায় কমন পেতে অনন্য প্রস্নোত্তর

প্রশ্ন ▶ ১ তানজিম বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত দেশের বাসিন্দা। সে সূর্যোদয়ের দেশে পড়াশুনা করতে গিয়ে সে দেশের বসতির ধরন ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা দেখে বিমোহিত হয়।

◀ **শিখনফল:** ৩/ঢা.বো., রা.বো., কু.বো., চ.বো., সি.বো., য.বো., ব.বো., ২০১৭/

- ক. পৃথিবীর ২য় বৃহত্তম মহাদেশের নাম কী? ১
- খ. রাজনৈতিক অঞ্চল বলতে কী বুঝ? ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের ভ্রমণকৃত দেশের বসতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের নিজ দেশ ও ভ্রমণকৃত দেশের শিল্প পরিবেশের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাদেশের নাম আফ্রিকা।

খ রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে এমন ভূখণ্ডই রাজনৈতিক অঞ্চলের মুখ্য উপাদান। এখানে ভূখণ্ড বলতে কেবল স্থলভাগকে বোঝায় না বরং জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষের (space and universe) বিভিন্ন পরিসরকে বোঝায়। সুতরাং রাজনৈতিক পরিচিতি রয়েছে ভূপৃষ্ঠের এমন অংশবিশেষকে রাজনৈতিক অঞ্চল বলে। যেমন: ভুটান, যুক্তরাষ্ট্র।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তানজিমের ভ্রমণকৃত দেশটি সূর্যোদয়ের দেশ হিসেবে পরিচিত অর্থাৎ জাপান। পৃথিবীর শিল্পোন্নত এ দেশটিতে নগর বসতির প্রাধান্য দেখা যায়। এরূপ বসতির বৈশিষ্ট্য—

- i. অধিকাংশ অধিবাসী প্রত্যক্ষ ভূমি ব্যবহার ব্যতীত অকৃষিকাজে নিয়োজিত। যেমন- চাকুরি।
- ii. অধিবাসীরা দ্রব্যাদির শিল্পজাতকরণ, পরিবহন, ক্রয়-বিক্রয়, প্রশাসন, শিক্ষা ও সেবা সংক্রান্ত প্রভৃতি পেশায় নিয়োজিত।
- iii. পাকা রাস্তাঘাটের প্রাধান্য রয়েছে।
- iv. পাকা দালানকোঠা ও আকাশচুম্বী অট্টালিকার অস্তিত্ব।
- v. বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, নার্সিংহোম, পার্ক ও বিনোদন কেন্দ্রের উপস্থিতি।
- v. বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ডের জন্য বসতি নানা অংশে বিভক্ত। যেমন— কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা (CBD)।

ঘ তানজিমের নিজ দেশ হলো বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপ খ্যাত বাংলাদেশ। তার ভ্রমণকৃত দেশ হচ্ছে জাপান।

বাংলাদেশ ও জাপানের শিল্প পরিবেশের মধ্যে বিস্তার পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত জাপান পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ। পক্ষান্তরে বাংলাদেশ উন্নয়নের নিমিত্তে শিল্পকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যদিও দেশটি কৃষিপ্রধান। অন্যদিকে জাপানের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ স্থান পার্বত্যভূমির অন্তর্গত। [সূত্র: Wikipedia] সেখানে লোকসংখ্যার তুলনায় কৃষিকাজের উপযোগী ভূমির পরিমাণ কম। এ দুই ভৌগোলিক উপাদান (জনসংখ্যা ও ভূমির অপরিপূর্ণতা) জাপানকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করেছে। এছাড়াও এখানে রয়েছে শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুকূল পরিবেশ। যেমন— জলবিদ্যুৎ শক্তি, কঠোর পরিশ্রম উপযোগী নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু, সমুদ্র সান্নিধ্য, ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের সহযোগী হিসেবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্প, দক্ষ কারিগর, সুলভ শ্রমিক, কারিগরি জ্ঞান প্রভৃতি।

বাংলাদেশ শিল্পের প্রসারে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। কিন্তু অধিক জনসংখ্যা থাকলেও কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতার অভাবে দেশ পিছিয়ে রয়েছে। উপরন্তু কৃষি অনুকূল ভূমি ও জলবায়ুর কারণে দেশটি কৃষিপ্রধান। তাই শিল্প স্থাপনের যথেষ্ট ভূমি এখানে সহজপ্রাপ্য নয়। এছাড়া খনিজ ও শক্তি সম্পদের অপরিপূর্ণতাও রয়েছে। তবে এতো প্রতিবন্ধকতার পরও দেশটি বর্তমানে শিল্পের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক শিল্পে দেশটি ঈর্ষণীয় সাফল্য লাভ করেছে। দেশটির শিল্পের বিকাশে অনুকূল যে পরিবেশ রয়েছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য— প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ, সমুদ্র পরিবহন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের বিকাশ, সুলভ শ্রমিক ইত্যাদি।

প্রশ্ন ▶ ২ সুতপা ঘোষ ভারত থেকে পার্শ্ববর্তী একটি দেশে মেডিকেল কলেজে পড়তে গিয়েছে যার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের অবস্থান।

◀ **শিখনফল:** ৪/সকল বোর্ড-২০১৬/

- ক. মানব ভূগোল কাকে বলে? ১
- খ. মানব ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. সুতপার পড়তে আসা দেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ইজিতপূর্ণ দেশের ভৌগোলিক অবস্থানের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

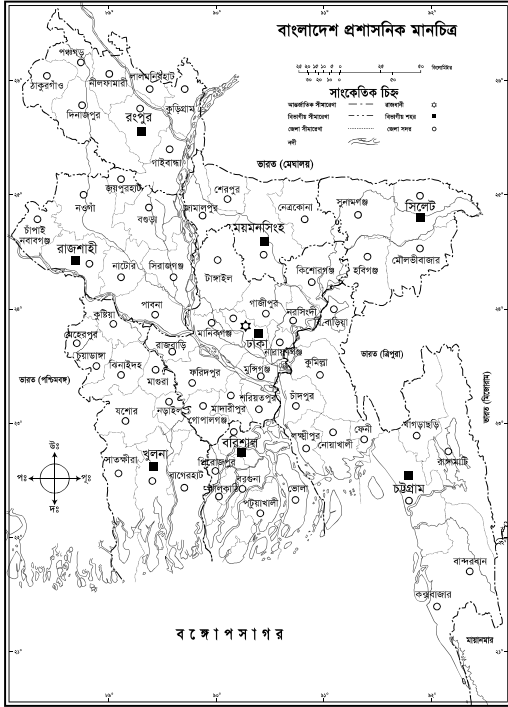
ক মানুষের কর্মকাণ্ড ও গুণাবলির সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের প্রকৃতি ও বিন্যাস নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করে তাকে মানব ভূগোল বলে।

খ মানব ভূগোল পাঠের মাধ্যমে মানব সমাজের স্থানভিত্তিক বৈশিষ্ট্য, বিভিন্ন সংস্কৃতি, পরিবেশ, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যকার সম্পর্ক, জীবনযাত্রা, জনসংখ্যার অভিজ্ঞমনের প্রকৃতি ও ধরন, অর্থনীতি, জনমিতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়। তাই মানব ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

গ সুতপার পড়তে আসা দেশটি হলো বাংলাদেশ।

শাসনকাজের সুবিধার জন্য কোনো একটি দেশকে কয়েকটি প্রশাসনিক ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশকেও শাসনকার্যের সুবিধার্থে ৬৪টি জেলা ও ৮টি বিভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

নিচে বাংলাদেশের প্রশাসনিক বিভাগগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করা হলো—



চিত্র: বাংলাদেশের প্রশাসনিক মানচিত্র

ঘ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দেশটি হলো বাংলাদেশ। কারণ এটি ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশ এবং এর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহৎ ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী যথাক্রমে পশ্চিম-উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তাই বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুদ্র উপকূলীয় অবস্থান বলা যায়।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মায়ানমার এবং এক দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমার; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ

২০°৩৪' হতে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°০১' হতে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রশ্ন ৩ 'ক' কলেজের আশপাশে এক সময় কিছুই ছিল না। বিগত ১০ বছরের মধ্যে সেখানে অনেক আবাসিক ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে করে কলেজের একাডেমিক পরিবেশ প্রায়ই বিঘ্নিত হয়, যা সকলকে উদ্ভিগ্ন করে তুলেছে।

◀ **শিখনফল:** ১

- | | |
|---|---|
| ক. মানব ভূগোল বলতে কী বোঝ? | ১ |
| খ. মানব ভূগোলের ধারণা ব্যাখ্যা করো। | ২ |
| গ. উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর সাথে কীভাবে সম্পর্কিত? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. উদ্দীপকে মানব ভূগোলের সব শাখা নির্দেশ করে না-মতামত দাও। | ৪ |

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো নিয়ে যে শাস্ত্রে আলোচনা করা হয়, তাই হলো মানব ভূগোল।

খ মানব ভূগোলের ধারণা ব্যাখ্যা করতে ভূগোলবিদগণ দেখিয়েছেন মানুষের সাথে পরিবেশের সম্পর্ক দুটি পরস্পরবিরোধী মতবাদের উপর নির্ভরশীল। যথা: ১. নিমিত্তবাদ ২. সম্ভাবনাবাদ।

নিমিত্তবাদ পরিস্থিতি সম্পর্কীয় মতবাদ, যেখানে প্রকৃতি নির্ধারণ করে মানুষ প্রকৃতির কোন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবে। আর সম্ভাবনাবাদ সেই পরিস্থিতি সম্পর্কীয় মতবাদ, যেখানে মানুষ নির্ধারণ করে প্রকৃতির কোন সম্ভাবনাকে সে কাজে লাগাবে।

গ উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তুর সাথে সম্পর্কিত। কেননা মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু হলো— মানুষ, পরিবেশ এবং সংস্কৃতি ও সভ্যতা; যা উদ্দীপকের বর্ণনায় তুলে ধরা হয়েছে।

মানব ভূগোলে মানুষ হলো প্রধান ভৌগোলিক নিয়ামক। মানুষ তার প্রয়োজনে স্থানভেদে বিভিন্ন ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে জীবনযাত্রা নির্বাহ করে। তাই মানব ভূগোলের অন্যতম আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানুষ। অতঃপর পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের জীবনযাপনের মধ্যে যে পার্থক্য লক্ষ করা যায়, তা প্রধানত নির্ভর করে পরিবেশের পার্থক্যের ওপর। মানুষ সৃষ্টিভাবে জীবনধারণের জন্য তার চারপাশের উপযোগী প্রাকৃতিক, সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে কাজে লাগায়। যা মানব ভূগোলের অন্যতম বিষয়বস্তু। উপরন্তু পরিবেশের প্রভাব মূলত মানুষের সংস্কৃতি দ্বারা নির্দেশিত হয়। মানুষ তার সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশকে বিশ্লেষণ করে এবং নিজ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করে।

উদ্দীপকে উল্লিখিত কলেজ ও এর আশেপাশে দশ বছরে গড়ে ওঠা আবাসিক ও বাণিজ্যিক পরিবেশ মানব ভূগোলের আলোচিত বিষয়। সুতরাং বলা যায়, মানব ভূগোলের বিষয়বস্তু উদ্দীপকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে।

ঘ উদ্দীপকে মানব ভূগোলের বিস্তৃত শাখার মধ্যে কয়েকটি বর্ণিত হয়েছে, সব নয়। মানব ভূগোলে যেসব শাখা আলোচনা করা হয় তার মধ্যে রয়েছে— সাংস্কৃতিক, জনসংখ্যা, বসতি,

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, আঞ্চলিক, সামাজিক, নগর, পরিবহন, চিকিৎসা, প্রশাসনিক, জেডার ভূগোল ইত্যাদি। মানব ভূগোলের এসব শাখাগুলোর মধ্যে উদ্দীপকে যে শাখাগুলো নির্দেশ করে তা হলো— সাংস্কৃতিক, বসতি, অর্থনৈতিক, নগর, সামাজিক ভূগোল। অর্থাৎ উদ্দীপকের আলোচনা মানব ভূগোলের সব শাখা নির্দেশ করে না।

সুতরাং বলা যায় উদ্দীপকের বর্ণনা মানব ভূগোলের কয়েকটি শাখাকে নির্দেশ করে, সব শাখাকে নির্দেশ করে না।

প্রশ্ন ▶ ৪ ফারদিন একটি বই পড়ছিল। ফারদিন বইটি পড়ে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক জানতে পারে। পৃথিবীর সভ্যতাগুলো কেন নদীর তীরে গড়ে উঠেছিল, তার যৌক্তিক কারণ জানতে পারে বইটি পড়ে। পল্লিবসতি, নগরবসতি, তাদের অবস্থান অনুযায়ী অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অভিগমন ইত্যাদি বিষয়ে জানতে পারে সে।

◀ **শিখনফল:** ১

- ক. বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত কোন দেশ? ১
- খ. যুক্তরাজ্যের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকে ফারদিন কোন বইটি পাঠ করেছে? তার পরিচিতি নিরূপণ করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকে ফারদিন যে বইটি পাঠ-করেছিল তার পাঠের ক্ষেত্র ফারদিনের অর্জিত জ্ঞানের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত দেশ হচ্ছে জাপান।

খ ইউরোপ মহাদেশের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে যুক্তরাজ্য অবস্থিত।

গ্রেট ব্রিটেন ও উত্তর আয়ারল্যান্ড নিয়ে যুক্তরাজ্য গঠিত। এটি ৪৯° উত্তর থেকে ৬১° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯° পশ্চিম থেকে ২° পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত। সমগ্র যুক্তরাজ্যের মোট আয়তন ২,৪৩,৬১০ বর্গ কি.মি.।

গ উদ্দীপকে ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছে। মানবিক ভূগোল পাঠের মাধ্যমে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক জানা যায়।

মানবিক ভূগোল হচ্ছে ভূগোলের সেই শাখা যেখানে মানুষ ও পরিবেশের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করা হয়। মানব সম্প্রদায়ের অবস্থান, গঠনবিন্যাস, ক্রমবৃদ্ধি, অভিগমন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে মানবিক ভূগোল। ভূমিরূপ, জলবায়ু, মাটি, উদ্ভিদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মানুষের খাদ্য, পোশাক, আবাসন, পেশা প্রভৃতির বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। আর মানুষের কর্মকাণ্ডের উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে আলোচনাই হচ্ছে মানবিক ভূগোলের মূল বিষয়বস্তু। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে ওঠার কারণ, বসতি স্থাপন, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা প্রভৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় মানবিক ভূগোল থেকে।

যেহেতু ফারদিন-বইটি পড়ে মানবসমাজ ও পরিবেশের মধ্যকার সম্পর্কের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারে; সুতরাং বলা যায় যে, ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে আলোচিত ফারদিন মানবিক ভূগোল বইটি পাঠ করেছিল। কারণ ফারদিনের পঠিত বই থেকে সে মানব ভূগোলের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে।

ফারদিন তার পাঠের মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মানবজাতির বৈশিষ্ট্য ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে যা মানব ভূগোলের একটি অন্যতম ক্ষেত্র। এছাড়া সে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ, ধরন এবং জনসংখ্যার বিস্তার ও ঘনত্ব, মানবজাতির অভিগমনের ধারা ও বিন্যাস সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

ফারদিন তার পঠিত বইয়ে মানব ভূগোলের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাকৃতিক পরিবেশের ভিন্নতার কারণে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিভিন্নতা সম্পর্কে সে জ্ঞান লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন সভ্যতা নদীর তীরে গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে সে স্পষ্ট ধারণা লাভ করে। বিভিন্ন অঞ্চলের সংস্কৃতিগত পার্থক্য, বসতি বিন্যাস, গ্রামীণ বসতি, নগর বসতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে এই মানব ভূগোল পাঠের মাধ্যমে। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্প, বাণিজ্য, ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কেও ফারদিন স্পষ্ট ধারণা অর্জন করে।

সুতরাং বলা যায় যে, ফারদিন মানব ভূগোল সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছে। কারণ সে বইটি পড়ে মানব ভূগোল পাঠের বিভিন্ন ক্ষেত্র যেমন : কোনো অঞ্চলের মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

প্রশ্ন ▶ ৫ রবি ও রাশেদ মানব ভূগোলের পরিধি ও বিষয়বস্তু আলোচনা প্রসঙ্গে রবি রাশেদকে বলল, দিন দিন ভূগোলের পরিধি ও ব্যাপকতা বৃদ্ধির কারণ কী? রাশেদ বলল বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলেই ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হচ্ছে।

◀ **শিখনফল:** ১

- ক. বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল কয়টি? ১
- খ. দক্ষিণ কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় কী? ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. “বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে।” উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো। ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের প্রশাসনিক অঞ্চল মোট ৮টি।

খ দক্ষিণ কোরিয়া ৩২°২০' থেকে ৩৮° উত্তর অক্ষরেখা এবং ১২৪° থেকে ১৩২° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যে অবস্থিত। মূল ভূভাগ থেকে দূরবর্তী টেখা-ডোংগো এবং টেক-শিমা নামক দ্বীপদ্বয় এ রাষ্ট্রের অন্তর্গত।

এ দেশের উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে কোরিয়া প্রণালি এবং পশ্চিমে পীত সাগর অবস্থিত।

গ মানব সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ড যা প্রকৃতি ও পরিবেশের অনেক বৈচিত্র্য এনে দেয় তাই মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ভূগোলশাস্ত্রের সুদীর্ঘ ইতিহাসের আদিপূর্ব থেকেই মানবীয় বিষয়াবলি লক্ষ করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগ এবং আধুনিক যুগের ভূগোলবিদগণ রাজনীতি, সমাজ, জাতি, স্থান, জনসংখ্যা, শহর, জনপদ ও সামাজিক বিবর্তন, উৎপাদন, পরিবহন, বাণিজ্য ইত্যাদি পার্থক্য বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে ভূগোলে মানবীয় বিষয়াবলির সংযুক্তি ঘটিয়েছেন। তাছাড়া মানব ভূগোল, ভূগোল শাস্ত্রের একটি অন্যতম প্রধান শাখা হওয়ায় মানুষ-পরিবেশ সম্পর্ক, মানবগোষ্ঠীর অবস্থানিক বিন্যাস ও বণ্টন প্রকৃতি, উৎপাদন ও উপজীবিকা, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ প্রভৃতি মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয়।

পরিশেষে বলা যায় যে, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার যে পার্থক্য দেখা যায় তাদের চিন্তাধারায়, মননশীলতায়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতির বিকাশে যে ভিন্নতা তার কারণ অনুসন্ধান করাই মানব ভূগোলের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

ঘ বর্তমান সময়ে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির সাথে পাশ্চাত্য দিয়ে ভূগোলের পরিধিও সম্প্রসারিত হচ্ছে। অর্থাৎ যত বেশি বিজ্ঞানের আধুনিকায়ন ঘটছে ভূগোলের প্রয়োজনীয় উপাদানগুলো তত বেশি বিস্তৃত হচ্ছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এখন মানুষের জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিস্তৃত। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাকে তা স্পর্শ করে। এ প্রেক্ষিতে ভূগোল স্বাভাবিকভাবে মানুষ ও পরিবেশের বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মানুষের জন্ম, মৃত্যু, আচার-ব্যবহার, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, উপজীবিকা, বর্ণ, শিক্ষা, ধর্ম ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করা ভূগোলের আওতা বা পরিধির অন্তর্ভুক্ত। এছাড়াও পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড এবং জীবন প্রণালিকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে থাকে। পরিবেশ ও এর সাথে মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড আলোচনা করাও ভূগোলের পরিধির আওতাভুক্ত। আর এই সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বিজ্ঞান যত বেশি আধুনিক হচ্ছে মানবীয় বিষয়গুলোর উপর বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োগ তত অধিক হচ্ছে। যার ফলে ভূগোলের পরিধিও ব্যাপক বিস্তার লাভ করছে।

তাই বলা যায় যে বিজ্ঞানের উত্তরোত্তর উন্নতির ফলে ভূগোলের পরিধির সম্প্রসারণ হয়েছে।

প্রশ্ন ► ৬ মতিউর রহমান একজন প্রান্তিক চাষী। সম্প্রতি তিনি তার তিন ছেলের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করে দেন। মেজো ছেলে মাহমুদ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত পুকুর ভরাট করে বাড়ি বানায়। তার ছোট ভাই বাজারের জমিতে মার্কেট তৈরি করে। তাদের বড় ভাই জমি বিক্রি করে শহরে বসবাস করছে।

◀ শিখনফল-২

- | | |
|---|---|
| ক. ভূগোল কী? | ১ |
| খ. প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলের পার্থক্য লেখো। | ২ |
| গ. মাহমুদের কর্মকাণ্ডটি ভূগোল শাস্ত্রের কোন দিকটির পরিচয় তুলে ধরে? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. মাহমুদ ও তার ভাইদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড কোন ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত? বিশ্লেষণ করো। | ৪ |

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মানুষ ও পরিবেশের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বিশ্লেষণই ভূগোল।

খ প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমন:

- প্রাকৃতিক ভূগোল হলো প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের স্থান ও কাল ভিত্তিক বিশ্লেষণ। পক্ষান্তরে মানুষ ও স্থান সম্পর্কিত জ্ঞানই হলো মানব ভূগোল।
- ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্র বিজ্ঞান, মৃত্তিকা ভূগোল, জীবভূগোল ইত্যাদি প্রাকৃতিক ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিধি। পক্ষান্তরে, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক ভূগোল এবং পরিবহন ও সামাজিক ভূগোল প্রভৃতি মানব ভূগোলের ক্ষেত্র বা পরিধি।

গ মাহমুদ পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্ত পুকুর ভরাট করে বাড়ি তৈরি করেছে। তার এ কর্মকাণ্ডটি মানব ভূগোলের সামাজিক কর্মকাণ্ডের দিকটি তুলে ধরে।

মানব ভূগোলের প্রধান উপাদান মানুষ। মানুষ প্রতিনিয়ত পৃথিবীর সম্পদ ও ভূমিরূপের পরিবর্তন ঘটছে। মানব ভূগোল মানুষ এবং তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের স্থানভিত্তিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে থাকে।

যেহেতু মাহমুদ প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামাজিক কর্মকাণ্ড অর্থাৎ বসতি উন্নয়ন করেছে সেহেতু তার এ কাজটি মানব ভূগোলের সামাজিক কর্মকাণ্ডের বিষয়টি তুলে ধরে।

ঘ উদ্দীপকে মাহমুদ ও তার ভাইদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড মানব ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত।

মানব ভূগোলের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো অর্থনীতি ও সম্পদ সমীক্ষা। মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপরে ভূমি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। অর্থাৎ মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ভূমি ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

মানব ভূগোলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডসমূহ এবং বসতির বিকাশ ও বণ্টনের ধারার উপর ভূমির প্রভাব সমীক্ষা করে থাকে। এছাড়াও নগরের স্থানিক বণ্টন ও সামাজিক বৈশিষ্ট্যসমূহ মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

উদ্দীপকে মাহমুদ ও তার ছোট ভাইয়ের সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধার আশায় তাদের বড় ভাইয়ের শহরে বসবাস সবকিছুই মানব ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

প্রশ্ন ► ৭ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনন্ত শিক্ষাসফরে আগ্রার তাজমহল যায়। সেখানে সে তাজমহলের অপরূপ কারুকাজ ও সৌন্দর্য্য দেখে মুগ্ধ হয়।

◀ শিখনফল-৩

- | | |
|--|---|
| ক. মানব পরিবেশ কাকে বলে? | ১ |
| খ. রাজনৈতিক ভূগোল বলতে কী বোঝ? | ২ |
| গ. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী উক্ত দেশটিকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? ব্যাখ্যা করো। | ৩ |
| ঘ. অনন্তর ভ্রমণকৃত দেশটির জলবায়ুর সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর তুলনা করো। | ৪ |

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যে পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে মানুষ বসবাস করে তাকে মানব পরিবেশ বলে।

খ যে ভূগোল রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও পরিবেশের ওপর এর প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে তাকে রাজনৈতিক ভূগোল বলে।

পৃথিবীর ভূ-রাজনীতি, রাজনৈতিক অবস্থা, সরকার, শাসন ব্যবস্থা, সরকার পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, জাতিসংঘের ভূমিকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়ে থাকে রাজনৈতিক ভূগোলে।

গ অনন্ত আগ্রার তাজমহল ভ্রমণে যায়। তাজমহল ভারতে অবস্থিত। ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতকে তিনটি প্রধান অঞ্চলে ভাগ করা যায়। যথা—

১. উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, ২. গাঙ্গেয় সমভূমি এবং ৩. মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণাত্যের মালভূমি।

নিচে এ ভূমিরূপগুলোর বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো।

১. **উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল:** হিমালয় পর্বত ও এর শাখা-প্রশাখা অর্ধচন্দ্রাকারে ভারতের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাংশে বিস্তৃত। হিমালয়ের গড় উচ্চতা ৫,৪৮৬ মিটার। জম্মু ও কাশ্মীরের উত্তর ভাগে কারাকোরাম পর্বত অবস্থিত। এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ গডউইন অস্টিন (৮,৬২০ মিটার) পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম শৃঙ্গ। গঙ্গা ও এর উপনদী যমুনা, গোমতী, গোগরা, কুশী হিমালয় পর্বত থেকে নির্গত হয়ে সমভূমি অঞ্চলে প্রবেশ করেছে।

২. **গাঙ্গেয় সমভূমি :** পার্বত্য অঞ্চলের দক্ষিণে গঙ্গা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র ও এদের শাখা-প্রশাখা দ্বারা পরিবাহিত পলল দ্বারা বিস্তীর্ণ সমভূমির সৃষ্টি করেছে। একে গাঙ্গেয় সমভূমি বলে। সমগ্র ভারতের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এ সমভূমির অন্তর্গত।

৩. **মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণাত্যের মালভূমি:** সমভূমি অঞ্চলের দক্ষিণে পর্বত ও মালভূমি অঞ্চল। এ অঞ্চলের পর্বতগুলোর মধ্যে রাজস্থানের আরাবল্লি, মধ্যপ্রদেশের বিন্ধ্যা ও সাতপুরা এবং দক্ষিণাত্যের পশ্চিম ও পূর্বঘাট পর্বত উল্লেখযোগ্য।

ঘ অনন্তর ভ্রমণকৃত দেশটি হলো ভারত। ভারত এবং বাংলাদেশের জলবায়ুর ধরন অনেকটা কাছাকাছি। নিচে তা তুলনা করা হলো।

প্রায় সমগ্র ভারত মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত, এখানে গ্রীষ্মকাল উষ্ণ ও আর্দ্র এবং শীতকাল মৃদু শীতল ও শুষ্ক থাকে। ভারতে গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখানে শীতকালে বাতাস উত্তর-পূর্ব দিক থেকে প্রবাহিত হয়, ফলে প্রায় বৃষ্টিশূন্য থাকে। অপরদিকে বাংলাদেশের উষ্ণতম মাস এপ্রিল। এসময় কালবৈশাখী ঝড় হয়ে থাকে। তখন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকে ৩৮° সেলসিয়াস। জুন মাসের প্রথম দিকে মৌসুমি বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে বর্ষাকাল শুরু হয়। বর্ষাকালে বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর

দিয়ে আসার সময় প্রচুর জলীয়বাষ্প নিয়ে আসে। এ জলীয়বাষ্প শৈলোৎক্ষেপ প্রক্রিয়ায় (Orographic) বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। বাংলাদেশে জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে। এ সময় বাংলাদেশে শীতকাল বিরাজ করে। উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আগত শীতল মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার কারণে শীতকালে বাতাসের আর্দ্রতা কম থাকে।

প্রশ্ন ▶ ৮ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল ভূখণ্ডটি উত্তর আমেরিকায় অবস্থিত। এটা ছাড়া বহিসমুদ্রেও এর অনেকগুলো দ্বীপাঞ্চল রয়েছে। এ দেশের মূল ভূ-খণ্ডটি পশ্চিম গোলার্ধে উত্তর নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে অবস্থিত।

◀ **শিখনফল: ৩**

- ক. উক্ত দেশের ভৌগোলিক অবস্থান কী? ১
- খ. উদ্দীপকের ভূপ্রকৃতিগুলো কী কী? ২
- গ. উদ্দীপকের দেশটির যেকোনো একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বর্ণনা করো। ৩
- ঘ. উপর্যুক্ত দেশের খনিজ সম্পদের ও কার্পাস শিল্পের গুরুত্ব আলোচনা করো। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তরে ৪৯° উত্তর অক্ষাংশ থেকে দক্ষিণে ২৩°৫০' উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং পূর্বে ৬৬.৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা থেকে পশ্চিমে ১২৫° পশ্চিম দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ উদ্দীপকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূপ্রকৃতিকে প্রধানত ৫টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা: ১. অ্যাপালেশিয়ান পার্বত্য অঞ্চল বা উচ্চভূমি, ২. মধ্যভাগের বৃহৎ সমতলভূমি, ৩. পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল, ৪. উপকূলীয় সমতল ভূমি ও ৫. আলাস্কা অঞ্চল।

গ যুক্তরাষ্ট্রের ভূপ্রকৃতিকে প্রধানত ৫টি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। তন্মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চল-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল অন্যতম। নিচে যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অঞ্চল-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল বর্ণনা করা হলো—

রকি পার্বত্য অঞ্চল হতে পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত, উত্তর-দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলসমূহ নিয়ে পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পর্বতমালা তিনটি পৃথক পর্বতশিরায়ে বিভক্ত। সর্বপূর্বের পর্বতমালার নাম রকি পর্বত। পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলকে ভূপ্রকৃতি অনুযায়ী ৬ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

- i. প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলীয় সমতলভূমি;
- ii. উপকূলীয় পার্বত্য অঞ্চল;
- iii. ক্যালিফোর্নিয়া উপত্যকা;
- iv. সিয়েরা নেভাদা পার্বত্য অঞ্চল;
- v. ইন্টারম্যান্টম মালভূমি;
- vi. রকি পার্বত্য অঞ্চল।

ঘ উপর্যুক্ত দেশটি যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের খনিজ সম্পদ ও কার্পাস শিল্পের গুরুত্ব বিশ্বের একটি উন্নত দেশ হিসেবে অপরিসীম।

খনিজ সম্পদ: যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অন্যতম প্রধান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ একটি দেশ। এ দেশের পূর্ব এবং পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলে সর্বাধিক খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। এছাড়া দক্ষিণের টেক্সাস ও

ওকলাহামা রাজ্যে প্রচুর খনিজ তেল, পঞ্চ হুদের আশপাশে কয়লা ও আকরিক লৌহ এবং আলাস্কায়ে স্বর্ণ, রৌপ্য, খনিজ তেল, কয়লা প্রভৃতি খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

কার্পাস শিল্প: কার্পাস শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে বিশ্বে তৃতীয়। ২০১২ সালে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৩২০ কোটি ৭৫ লক্ষ বর্গমিটার কার্পাস বস্ত্র উৎপাদন করে। যেসব দেশ যুক্তরাষ্ট্রের বস্ত্র আমদানি করত সেসব দেশে কার্পাস বয়ন শিল্পের উন্নতি হওয়ায় বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে এর উৎপাদন যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। ১৮৭০ সালে এ দেশে সর্বপ্রথম কার্পাস শিল্প গড়ে ওঠে। বর্তমানে অ্যাপোলেশিয়ান পর্বতমালার পূর্বাঞ্চলে, উত্তরে মেইল হতে দক্ষিণে আলবামা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের কার্পাস বয়ন শিল্প প্রসার লাভ করেছে।

প্রশ্ন ৯ বিশ্বের সপ্তম বৃহত্তম এবং জনসংখ্যার দ্বিতীয় প্রধান দেশ। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট এরা স্বাধীনতা লাভ করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক হতে এই দেশ ক্রমশ উন্নত হচ্ছে।

◀ **শিখনফল:** ৩

- ক. উপর্যুক্ত দেশের ভৌগোলিক সীমানা কত? ১
- খ. এর রাজনৈতিক কাঠামো কীরূপ? ২
- গ. চিত্রের আলোকে ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলসমূহ শনাক্ত করো। ৩
- ঘ. অর্থনৈতিক অবস্থান ও খনিজ সম্পদের গুরুত্ব বর্ণনা করো। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

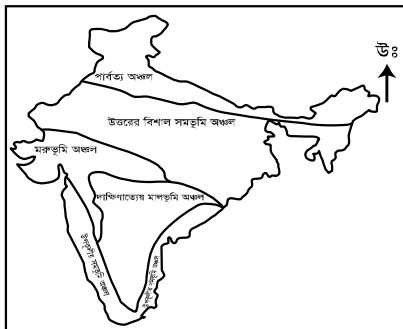
ক উপর্যুক্ত দেশটি হচ্ছে ভারত। ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ৮°৪' উত্তর অক্ষাংশ হতে ৩৭°৬' উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৫৮°৭' পূর্ব দ্রাঘিমা হতে ৯৭°২৫' পূর্ব দ্রাঘিমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো দ্বিস্তর বিশিষ্ট তথা বহু কেন্দ্রিক।

গণপ্রজাতন্ত্রী ভারতের ৩৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল নিয়ে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে ২৯টি রাজ্যপাল শাসিত এবং ৭টি কেন্দ্রশাসিত রাজ্য।

গ উদ্দীপকের দেশটি হলো ভারত।

নিচে ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চল মানচিত্রে শনাক্ত করা হলো—



উপরিউক্ত চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ভারতের ভূপ্রাকৃতিক অঞ্চলকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. পার্বত্য অঞ্চল, ২. উত্তরের বিশাল সমভূমি অঞ্চল, ৩. উপকূলীয় সমভূমি অঞ্চল, ৪. দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল, ৫. মরুভূমি অঞ্চল।

ঘ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে বিবেচনা করলে ভারত একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিকার্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। ভারতের জাতীয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের অধিক উপার্জিত হয় কৃষি থেকে। কৃষিপ্রধান দেশ হলেও এ দেশের কৃষকরা অত্যন্ত দরিদ্র। প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যগুলো হলো— ধান, গম, ভুট্টা, যব ইত্যাদি।

ভারতের খনিজ সম্পদ এ দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। খনিজ সম্পদে ভারত সমৃদ্ধশালী দেশ। তবে দেশের আয়তন ও লোকসংখ্যার তুলনায় সঞ্চিত খনিজ সম্পদের পরিমাণ অধিক নয়। ভারতের খনিজ সম্পদের মধ্যে কয়লা, খনিজ তেল, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, স্বর্ণ, তামা ইত্যাদি প্রধান। ভারতের প্রধান তেজস্ক্রিয় খনিজ সম্পদগুলো হলো টাইটেনিয়াম, ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থান ধীরে ধীরে সুদৃঢ় হচ্ছে এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদ অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে।

প্রশ্ন ১০ জোশেফ ও তার স্ত্রী কানাডার অধিবাসী। সম্প্রতি জোশেফ তার স্ত্রীকে নিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশে ঘুরতে এলেন। যে দেশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এই দেশটি বিশ্বের বৃহত্তম ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম।

◀ **শিখনফল:** ৪

- ক. যুক্তরাজ্যের রাজধানী কোন নদীর তীরে অবস্থিত? ১
- খ. জাপানের ভূপ্রকৃতি ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. জোশেফের ভ্রমণকৃত দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত দেশটির জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করো। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডন টেমস নদীর তীরে অবস্থিত।

খ জাপানের ভূপ্রকৃতির অধিকাংশই পার্বত্যভূমির অন্তর্গত।

জাপানের পর্বতগুলো দুটি সমান্তরাল শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে উত্তর-দক্ষিণে ধনুকের আকারে বিন্যস্ত রয়েছে। এর একটি শ্রেণি পূর্বপ্রান্তে প্রশান্ত মহাসাগরের এবং অপরটি পশ্চিমপ্রান্তে জাপান সাগরের উপকূল বরাবর অবস্থান করছে। আর এদের মাঝে রয়েছে নিম্ন উপত্যকা ও সমতলভূমি।

গ জোশেফের ভ্রমণকৃত দেশটি হলো বাংলাদেশ। কারণ বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ এবং দেশটি ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। এটি বিশ্বের বৃহৎ ব-দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম। পদ্মা, যমুনা ও মেঘনা নদী যথাক্রমে পশ্চিম-উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিক থেকে বাংলাদেশের মধ্যে প্রবেশ করে বিশাল বদ্বীপ সৃষ্টি করেছে। তাই বাংলাদেশের অবস্থানকে সমুদ্র উপকূলীয় অবস্থান বলা যায়।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশের তিন দিকে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মায়ানমার এবং এক দিকে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা মিজোরাম রাজ্য এবং মায়ানমার; পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ

২০°৩৪' হতে ২৬°৩৮' উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত এবং ৮৮°০১' হতে ৯২°৪১' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত।

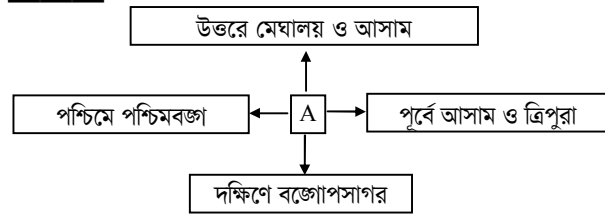
ঘ জোশেফের ভ্রমণকৃত দক্ষিণ এশিয়ার দেশটি হলো বাংলাদেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ।

বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি উষ্ণ, আর্দ্র ও সমভাবাপন্ন। মৌসুমি জলবায়ু এদেশের ওপর এতো অধিক প্রভাব ফেলে যে সামগ্রিকভাবে এর জলবায়ু 'ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু' নামে পরিচিত। মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো এক একটি ভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব। একটি হতে আর একটি ঋতুর তাপমাত্রা, বায়ুপ্রবাহ এবং বৃষ্টিপাতে পার্থক্য দেখা যায়।

জলবায়ুর তারতম্যের কারণে বাংলাদেশে বছরে তিনটি ঋতু দেখা যায়। যথা: শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা। শুষ্ক ও আরামদায়ক শীতকাল এবং উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। জানুয়ারি বাংলাদেশের শীতলতম এবং এপ্রিল উষ্ণতম মাস। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাত যথাক্রমে ২৬.০১° সেলসিয়াস ও ২০৩ সে. মি.।

সুতরাং বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় বলা যায়, এদেশের জলবায়ু সমভাবাপন্ন এবং বসবাসের জন্য আদর্শস্বরূপ।

প্রশ্ন ► ১১



[রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা] ◀ শিখনফল: ৪

- ক. যুক্তরাজ্যের রাজধানীর নাম কী? ১
- খ. উত্তর আমেরিকার অবস্থান ও আয়তন লেখো। ২
- গ. 'A' দেশটির সীমারেখা ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. উক্ত দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান বিশ্লেষণ করো। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যুক্তরাজ্যের রাজধানীর নাম লন্ডন।

খ উত্তর আমেরিকা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাদেশ। মহাদেশটি কিছুটা ত্রিভুজাকৃতির। এর আয়তন প্রায় ২,৪৩,৪৫,৯০৬ বর্গ কি.মি.।

এটি ৮৩° থেকে ৮° উত্তর অক্ষাংশ এবং ৫২° হতে ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মহাদেশটির উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, পশ্চিমে উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ এবং পূর্বে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত।

গ উদ্দীপকে 'A' চিহ্নিত দেশটি হলো বাংলাদেশ।

১,৪৭,৫৭০ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট বাংলাদেশের সর্বমোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১১ কিলোমিটার।

দুইটি দেশের সাথে বাংলাদেশের সীমানা রয়েছে। যেমন- ভারত ও মায়ানমার। এর মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৩,৭১৫ কিলোমিটার এবং মায়ানমারের সাথে ২৮০ কিলোমিটার।

বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কিলোমিটার। এ দেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমা ১২ নটিক্যাল মাইল এবং অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত।

ঘ উদ্দীপকের দেশটির নাম বাংলাদেশ।

ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। দেশটি ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের প্রায় মাঝ বরাবর ককটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহার রাজ্য এবং মায়ানমার; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমে হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং দক্ষিণ-পূর্বে নাফ নদী যথাক্রমে ভারত ও মিয়ানমারের সীমানায় অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১১ কি.মি.।

প্রশ্ন ► ১২



◀ শিখনফল: ৪

- ক. বিশ্বমানচিত্র কী? ১
- খ. বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে জনসংখ্যার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো। ৩
- ঘ. 'খ' দেশে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির জন্য কোন ধরনের নিয়ামকের ভূমিকা রয়েছে বলে তুমি মনে করো। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সব দেশের সীমানা চিহ্নিত করে অঙ্কিত পুরো পৃথিবীর মানচিত্রই বিশ্বমানচিত্র।

খ বাংলাদেশের ভৌগোলিক ভাবে ২০°৩৪ থেকে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। দেশের প্রায় মাঝ বরাবর ককটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে।

বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, আসাম ও মেঘালয় রাজ্য। পশ্চিমে পশ্চিমবঙ্গ; পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও বিহার রাজ্য এবং মায়ানমার এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখা প্রায় ৪,৬৮৫ কি.মি.।

গ উদ্দীপকের ‘ক’ ও ‘খ’ দেশ দুটি যথাক্রমে যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশ। ৭টি মহাদেশের মধ্যে যুক্তরাজ্য পড়েছে ইউরোপে এবং বাংলাদেশ পড়েছে এশিয়া মহাদেশে।

UNFPA-২০১১ এর জরিপ অনুযায়ী যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৬ কোটি ১৯ লক্ষ। যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ০.৫%। এখানে জনসংখ্যার গড় আয়ু ৭৮.৮ বছর। অন্যদিকে ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। বাংলাদেশের মোট পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.৩ : ১০০। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১০১৫ জন। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%। যুক্তরাজ্য ও বাংলাদেশের জনসংখ্যার তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশ অতি জনবহুল দেশ। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের জনসংখ্যা আয়তনের তুলনায় কম। জীবনযাত্রার মান বাংলাদেশের তুলনায় উন্নত। এছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ এগিয়ে রয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লেখিত “খ” চিহ্নিত দেশটি বাংলাদেশ। দেশটির জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধির জন্য বেশ কিছু নিয়ামকের ভূমিকা রয়েছে। আমি মনে করি দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির একটি অন্যতম কারণ হলো পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ না করা। আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ সুপরিকল্পিত উপায়ে নিজেদের আর্থিক সংগতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবারের সদস্য সংখ্যা পূর্ব হতে নিয়ন্ত্রণ করে না। ফলে জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে।

শিক্ষা মানুষকে পরিকল্পনা মাফিক চলতে সহায়তা করে। আমাদের দেশের বিশেষত গ্রামাঞ্চলে নারী শিক্ষার সুযোগ না থাকায় তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে অঙ্গ। উপরন্তু নারীদের কর্মসংস্থানের অভাববোধ থেকে জনসংখ্যা ক্রমবৃদ্ধি ঘটছে। নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ থাকলে তারা ব্যস্ততার কারণে কম সন্তানে আগ্রহী হবে। এছাড়া আমাদের দেশের অধিকাংশ জনগণ গ্রামকেন্দ্রিক এবং কৃষি নির্ভরশীল। গ্রামে টিভি, রেডিও ইত্যাদির মাধ্যমে জনসংখ্যার কুফল প্রচারণা না করায় জনগণ এ বিষয়ে অঙ্গ। ফলে জনসংখ্যা দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উপরিউক্ত নিয়ামকগুলো ছাড়াও জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরো কিছু কারণ রয়েছে। সেগুলো হলো বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ, চিত্তবিনোদনের অভাব, জাতীয় আয়ের সূচ্য বন্টনের অভাব ইত্যাদি।

প্রশ্ন ১৩ প্রথম বন্ধু: একটি দেশের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্র বাহিনী বোমা নিক্ষেপ করেছিল।

দ্বিতীয় বন্ধু: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশটি বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ২৪° উত্তর থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১২২° পূর্ব দ্রাঘিমা থেকে ১৪৬° পূর্ব-দ্রাঘিমাংশ।

◀ **শিখনফল: ৫**

- ক. এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে কোন উপসাগর? ১
- খ. ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করো। ২
- গ. উদ্দীপকের আলোচনায় যে দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই দেশটির মানচিত্র অঙ্কন করো। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের আলোচনায় যে দেশের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই দেশটি সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করো। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশকে পৃথক করেছে এডেন উপসাগর।

খ ভারত ৮°৪’ উত্তর থেকে ৩৭°৬’ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৬৮°৭’ পূর্ব থেকে ৯৭°২৫’ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যে অবস্থিত।

দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম দেশ ভারত। মোট ২৯টি প্রদেশের সমন্বয়ে এটি গঠিত। দেশটির মোট আয়তন প্রায় ৩২,৮৭,২৬৩ বর্গ কি. মি.। ভারতের উত্তরে হিমালয় পর্বত, চীন, নেপাল ও ভুটান; পূর্বে বাংলাদেশ, মিয়ানমার ও বঙ্গোপসাগর; দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও শ্রীলঙ্কা এবং পশ্চিমে পাকিস্তান ও আরব সাগর।

গ উদ্দীপকের আলোচনায় জাপানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। নিচে জাপানের মানচিত্র অঙ্কন করা হলো :



মানচিত্র: জাপান

ঘ উদ্দীপকে দুই বন্ধুর আলোচনায় পূর্ব এশিয়ার দেশ জাপানের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

জাপানের ভৌগোলিক অবস্থান ২৪° থেকে ২৬° উত্তর অক্ষাংশ এবং ১২২° থেকে ১৪৬° পূর্ব দ্রাঘিমাংশ। দেশটির মোট আয়তন প্রায় ৩,৭৭,৯৪৪ বর্গ কি. মি.।

জাপান একটি অপ্রশস্ত পর্বতসংকুল দেশ। এর উপকূলভাগ সংকীর্ণ নিম্নভূমি দ্বারা গঠিত। ভূমিকম্প ও অগ্ন্যুৎপাত জাপানের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলে প্রায় ১০৮টি জীবন্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এ অঞ্চলের জলবায়ু মূলত নাতিশীতোষ্ণ ও মেরুদেশীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। গ্রীষ্মকালে জাপানের পূর্বাঞ্চলে ও শীতকালে পশ্চিমাঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়। গ্রীষ্মকালে এ অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা ২৫.২° এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ৫.১° সে.। বনভূমি ও পর্বতময় ভূপ্রকৃতি হওয়ায় জাপানের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ ভূমি কৃষিকাজের অনুপযোগী। তবে এটি পৃথিবীর প্রধান রেশম উৎপাদনকারী দেশ। বর্তমানে পৃথিবীর শিল্পপ্রধান দেশসমূহের মধ্যে জাপান অন্যতম।

সুতরাং বলা যায় যে, পর্বতসংকুল দেশ হওয়া সত্ত্বেও কৃষি, খনিজ ও শিল্পে জাপানের অবস্থান উল্লেখযোগ্য এবং বর্তমান বিশ্বের তৃতীয় অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে দেশটি পরিচিতি লাভ করেছে।